The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXII, pp 405-414, ISSN 2306-3920

মুঘল বাংলার রাজনীতিতে মুর্শিদকুলি খান

মাহ্জুবা হক*

[**সার-সংক্ষেপ :** মুঘল বাংলার রাজনীতিতে মুর্শিদকুলি খানের আবির্ভাব ও কর্মজীবন এক গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময় অধ্যায়। মুর্শিদকুলি খান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও নিজ দক্ষতা ও বিজ্ঞতার বলে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় তথা নবাবী আমলের সূচনা করেন করেছিলেন। তিনি ১৬৯৬ সালে বেরারের দিওয়ানের অধীনস্থ হয়ে কাজ শুরু করেন এবং তার পারদর্শিতার দরুন তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের সন্নিকটে চলে আসেন। সাম্রাজ্যের অধীনে মাত্র সাতাশ বছরের কর্মজীবনে একের পর এক বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত হন এবং দিওয়ান, ফৌজদার, ডেপুটি সুবাদার, সুবাদার ইত্যাদি পদে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ইতিহাসে তিনি মুহাম্মদ হাদি, করতলব খান, মুর্শিদকুলি খান, জাফর খান, এবং নাসিরী নাসির জং নামে উল্লেখিত। ১৭০০ সালে তিনি বাংলায় দিওয়ান হিসাবে নিযুক্ত হন এবং ১৭১৭ সালে বাংলার সর্বোচ্চ পদ সুবাদার পদে অধিষ্ঠিত হন। বাংলায় আগমনের পর তার ব্যয় সংকোচন ও রাজস্ব নীতির কারণে তিনি বাংলার প্রশাসনিক এবং রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তাদের নিকট অপছন্দনীয় হয়ে পড়েন। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের ক্রান্তিলগ্নে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে সুবাদার মুর্শিদকুলি খান তার অধীনস্থ প্রদেশগুলোকে কেন্দ্রীয় বিশৃংখলা থেকে মুক্ত রেখে নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের মাধমে প্রদেশের উপর তার প্রভাব ও দিওয়ানি ক্ষমতার এক নজির স্থাপন করেন যা পরবর্তীতে তাকে বাংলায় নবাবী আমলের সূচনা করতে সহায়তা করে।]

সম্রাট আকবরের শাসনামলে নামমাত্র বাংলা বিজিত হয়েছিল। কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে বাংলার সুবাদার ইসলাম খানের সুযোগ্য নেতৃত্বে সমগ্র বাংলায় মুঘল শাসন সৃদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর থেকে একের পর এক শক্তিশালী সুবাদার দ্বারা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা -এই প্রদেশগুলো পরিচালিত হত। সম্রাট আরঙ্গজেবের শাসন আমলে বাংলার সুবাদার হিসাবে ইব্রাহিম খান ক্ষমতা লাভ করেন। ইব্রাহিম খান ১৬৮৯ সালে জুলাই মাসে খান-ই- জাহান বাহাদুরের নিকট হতে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বাংলায় আগমন করেন (মুহাম্মদ, ২০১৭:২২২)। কাশ্মীর, লাহোর ও বিহারের সফল সুবাদার ইব্রাহিম খান বাংলায় যখন আগমন করেন তখন তিনি বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত ছিলেন। তার বার্ধক্যের ফলে বাংলায় শোভা সিংহ ও রাহিম খানের বিদ্রোহ দমন করতে ব্যর্থ হলে বাংলায় সুবাদার হিসাবে সম্রাটের পৌত্র আজিম-উস-শানের আগমন ঘটে। সম্রাট পৌত্র আজিম-উস-শানের ব্যক্তিগত ব্যবসা ও তার আমোদ প্রমোদে সম্রাট ক্ষিপ্ত হয়ে একজন দিওয়ানকে বাংলায় নিযুক্ত করেন। ১৭০০সালে মুর্শিদকুলি খান বাংলায় আগমন করেন এবং বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার ক্ষমতায় ১৭২৭

* **মাহ্জুবা হক :** এম.ফিল গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

সাল পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। আর মুর্শিদকুলি খান রাজস্ব প্রশাসক হিসেবে মুঘলদের অধীনে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন (Banu, 1992:21)। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ক্ষমতার দ্বন্ধ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতায় মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত অনেকটাই নড়বড়ে হয়ে পড়ে এবং সম্রাটের মৃত্যুর পরবর্তীতে বাংলাসহ বহু অঞ্চলের রাজনৈতিক দৃশ্যে বড় রকমের পরিবর্তন সাধিত হয়। আর সেই সময় মুর্শিদকুলি খান তার অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার যে পরিচয় দেন ,যা তাকে ইতিহাসে এক নতুন আমলের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করতে সাহায্য করেছে। মুর্শিদকুলি খান ১৭১৭ সালে বাংলার সুবাদার হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং তিনি প্রথম নবাব হিসাবে বাংলায় স্বাধীন নবাবী আমলের সূচনা করেন। একের পর এক পেশাগত উত্তরণ এবং অর্থনৈতিক ভাবে শক্তিশালী বাংলার দিওয়ান ও সর্বশেষ সুবাদার হিসাবে মুঘল বাংলার রাজনীতিতে মুর্শিদকুলি খান ক্রমান্বয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। উপরন্তু শাহজাদা আজিম-উস-শানের সাথে দ্বন্দ্ব এবং রাজধানী ঢাকার শেষ সময়কালে মুর্শিদকুলি খানের অর্থনৈতিক বিজ্ঞতা ও তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অপূর্ব সমন্বয় বাংলার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। মুর্শিদকুলি খানের এহেন উত্তরণ পরবর্তীতে অনেকে অনেকভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, যা ছিল বহুমাত্রিক এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ। সমসাময়িক বিভিন্ন গ্রন্থ ও অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয়ে মুর্শিদকুলি খানের পেশাগত উত্তরণ ও বিজ্ঞতার ঘটনাবহুল ইতিহাসের আলোকে মুঘল বাংলায় মুর্শিদকুলি খানের রাজনৈতিক জীবনধারা তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে।

বাংলায় মুর্শিদকুলি খানের আবির্ভাবের পটভূমি :

মুর্শিদকুলি খানের জন্ম ও বাল্যকাল সম্পর্কে নানা মতভেদ লক্ষণীয় হলেও কর্মক্ষেত্র এবং রাজনীতিতে তার ক্রমোত্তরণ সম্পর্কে তেমন একটা মতভেদ নাই বললে চলে। *মাসির-উল-উমরা* গ্রন্থের তথ্যানুযায়ী মুর্শিদকুলি খান দাক্ষিণাত্যের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন (করিম, ১৯৮৯ : ১৪ ; Birt, 1984: 108)। পারিবারিক দারিদ্র্যের কারণে বাল্যকালে হাজী শফী ইস্পাহানি নামক এক মুঘল কর্মকর্তা ও পারসিক বণিক (Sarkar tr., 1947 : 48) মুর্শিদকুলি খানকে ক্রয় করে পারস্যে নিয়ে যান এবং তাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে পুত্রের ন্যায় লালন পালন করে নাম রাখেন মুহম্মদ হাদী (করিম, ১৯৮৯: ১৪)। উল্লেখ্য, হাজী শাফী ছিলেন মুঘল প্রশাসনের দিওয়ান-ই-তান (Sarkar tr.*Op.Cit.*) এবং তিনি ১৬৯০ সালের ফেব্রুয়ারিতে দিওয়ানি বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণের পর মুর্শিদকুলি খান সহ পারস্য গমন করেছিলেন (Sarkar, 1948: 400)। তার কাছ থেকে তিনি দিওয়ানি শিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু হাজী শফীর মুত্যুর পর মুহম্মদ হাদী অবিভাবকহীন হয়ে পড়লে তিনি ১৬৯৬ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে মুঘল সাম্রাজ্যাধীন হায়দারাবাদের বেরারের দিওয়ান হাজী আব্দুল্লাহ খুরাসানির অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। মুর্শিদকুলি খান অল্প বয়সেই হিসাব এবং অর্থ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে তার দক্ষতা দেখিয়েছিলেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে মুর্শিদকুলি খান খুব অল্প সময়ের মধ্যে দিওয়ান বিভাগে তার নৈপূণ্যতা প্রমাণ করতে পেরেছিলেন(Sarkar, 1948: 400 ; শরফুদ্দীন অনূ., ১৯৮৫: ৬৫)। মুর্শিদকুলি খানের বিচক্ষণতা ও যোগ্যতা তাকে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলে এবং তার নাম সম্রাটের দরবারে পৌঁছে যায়। সম্রাট তার সুখ্যাতি ও যোগ্যতার ভিত্তিতে তাকে হায়দ্রাবাদের দিওয়ান ও ইয়েলকোন্ডলের ফৌজদার নিয়ুক্ত করেন। মুর্শিদকুলি খান তার বাংলায় আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এই পদে বহাল ছিলেন। মুর্শিদকুলি খান অত্যন্ত কর্মঠ এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন পাশাপাশি কার্যশৃঙ্খলা ও সুসভ্যতা তাকে সমসাময়িক অন্যান্যদের থেকে পৃথক করে। এ সম্পর্কে গোলাম হোসেন সলিম তার *রিয়াজ-উস-সালাতিন* গ্রন্থে তাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছে যে, "তাহার মতো সুসভ্য ও কৃতজ্ঞ রাজপুরুষ দৃষ্টিগোচর হয় নাই"। এটা স্পষ্ট যে দিওয়ান বিভাগে তথা রাজস্ব বিভাগের কর্মচারি হয়েও মুর্শিদকুলি খানের বিচক্ষণতা ও রাজস্ব বিষয়ক অভিজ্ঞতা প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয়

দিওয়ানের সর্বোপরি মুঘল সম্রাটের দৃষ্টিগোচরীভূত হয়েছিল। আর এই অভিজ্ঞতাই তাকে মুঘল বাংলার রাজনীতিতে দৃপ্ত পদচারণার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল।

মুঘল বাংলার রাজনীতিতে মুর্শিদকুলি খানঃ

সুবাদার ইসলাম খানের মৃত্যু পরবর্তীতে বাংলার অভ্যন্তরীন বিদ্রোহের ফলে বাংলায় মুঘল শাসন সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে সুবাদার ইব্রাহিম খান বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হলে সম্রাট আওরঙ্গজেব ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে সুবাদার পদ থেকে বরখাস্ত করেন এবং নিজের পৌত্র আজিম-উস-শানকে বাংলার সুবাদার হিসাবে প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে সম্রাট আওরঙ্গজেব ইব্রাহিম খানকে পত্র মারফত তাকে তার সুবাদারীর দ্বায়িত্ব তার ছেলে জবরদস্ত খানের নিকট বুঝিয়ে দিয়ে দিল্লি গমন করার আদেশ দেন (Sarkar, 1948, শরফুদ্দীন; অনূ., ১৯৮৫: ৫৪)। জবরদস্ত খান খুব চৌকস লোক ছিলেন এবং তার ক্ষিপ্রতার কাছে বিদ্রোহীরা টিকতে না পেরে বিচ্ছিন্ন হয় যায়। সম্রাট পৌত্র আজিম-উস-শান পাটনায় এসে এ খবর শুনতে পান এবং নিজের গৌরব ধরে রাখার জন্য জবরদস্ত খানকে যুদ্ধথেকে বিরত থাকার আদেশ দেন। জবরদস্ত খান এটা বুঝতে পেরে পদত্যাগ করেন এবং অধীনস্থ সৈন্য নিয়ে ঢাকায় চলে যান (*প্রাগুক্ত*)। আজিম-উস-শান ঢাকায় অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে সওদা-ই-খাস ও সওদা-ই- আম নামক ব্যবসা শুরু করেন এবং পাশাপাশি হোলির আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হন (সলিম, ১৭৮৮:১৬২)। অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন যে আযিম-উস-শান উত্তরাধিকার যুদ্ধের কথা চিন্তা করে সওদা-ই-খাস এর মাধমে অর্থ সঞ্চয় করা শুরু করেন, যার প্রমাণ পরবর্তীতে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর পাওয়া যায় (করিম, ১৯৯৯: ১৯৪)। সম্রাট আওরঙ্গজেব, শাহাজাদার এই কর্মকাণ্ডে বিরক্ত হন এবং তাকে পত্র মারফত এইসব কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার আদেশ দেন। সম্রাট তার পৌত্রকে রাজস্ব বিভাগ থেকে দূরে রাখার জন্য বাংলায় একজন দিওয়ান নিযুক্ত করার চিন্তা করেন। আর তখন দাক্ষিণাত্যের দিওয়ান হিসাবে মুর্শিদকুলি খানের খ্যাতী সম্পর্কে সম্রাট অবগত ছিলেন। আর তখন মুঘল শাসকদের জন্য বাংলার ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বও ছিল অপরিসীম। বিশেষ করে বাংলার রাজস্ব তখন মুঘল রাজকোষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এক কথায় মুঘল শাসকের পক্ষে বাংলার অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন ও নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠা, বাংলার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রভৃতি মুর্শিদকুলি খানের মতো একজন কর্মদক্ষ রাজস্ব বিশারদের মুঘল বাংলার রাজনীতিতে আবির্ভাব অবস্যম্ভাবী করে তুলেছিল (Sarkar 1930: 250)। মুঘল বাংলায় মুর্শিদকুলি খানের রাজনৈতিক জীবনধারা নিম্নোক্ত ভাবে আলোচিত হলো :

ক. আওরঙ্গজেবের শাসনাধীন বাংলার রাজনীতিতে মুর্শিদকুলি খান (১৭০০-১৭০৭):

শাহজাদা আজিম-উস-শান এর উপর রূষ্ট হয়ে সম্রাট বাংলায় দিওয়ান পদের জন্য একজন দক্ষ লোকের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। মুর্শিদকুলি খান একজন দক্ষ দিওয়ান ছিলেন পাশাপাশি সম্রাটের দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে তার ব্যাপক সহযোগিতার কারণে সম্রাট তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাই ১৭০০ সালে আওরঙ্গজেব মুর্শিদকুলি খানকে করতলব খান উপাধিতে ভূষিত করেন এবং বাংলার দিওয়ান হিসাবে নিযুক্ত করেন। ১৭০০ সালে মুর্শিদকুলি খান বাংলায় গমন করেন এবং সুবাদার আজিম-উস-শানের সাথে দেখা করেন। মুর্শিদকুলি খান বাংলায় আসার সঙ্গে সঙ্গে স্বকার্যভার গ্রহণ করায় আজিম-উস-শান রাজস্ব ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের অধিকার হারায়। মুর্শিদকুলি খান বাংলায় এসে প্রাথমিক কার্যাবলী হিসাবে, ব্যয় সংকোচনে মনোনিবেশ করেন এই জন্য তিনি তিন হাজার অশ্ব নিয়ে গঠিত রাজকীয় সৈন্যদল ভেঙে দেন এবং তাদের ভরণ-পোষণের জন্য ব্যবহৃত জায়গীর ফেরত নেন (আসাদুজ্জামান অনূ., ২০০১: ৩৬)।এছাড়াও তিনি দিওয়ান বিভাগের সকল কর্মচারীদের নিজের অধীনে আনার পাশাপাশি রাজস্ব আয়ের একটা নির্ভুল তথ্য আদায় করতে শুরু করেন। আব্দুল করিম এর মতে তিনি

বাংলার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য দুই ধরণের নীতি গ্রহণ করেছিলেন; এক ব্যয় সংকোচন দ্বিতীয়ত রাজস্ব ও সায়ের করের একটা নির্ভুল পরিমান নির্ধারণ (করিম, ১৯৮৯: ১৫)। আর এ উদ্দেশে তিনি জায়গীর ও খালিসা মহলের একটা তালিকা তৈরি করতে সমর্থ হন। যার ফলস্রুতিতে ১৭০১ সালে (আনুমানিক তার বাংলার আসার এক বছরেরে মধ্যে) তিনি রাজস্ব হিসাবে সম্রাটকে প্রায় এক কোটি টাকা পাঠাতে সমর্থ হন। আর এতে করে তিনি অন্যের চক্ষশূল হয়ে ওঠলেও সম্রাটের কাছে প্রিয়ভাজন হিসাবে ১৭০১ সালের আগস্ট মাসে তিনি উড়িষ্যার দিওয়ান নিযুক্ত হন। দিওয়ানের দ্বায়িত্ব এতকাল শুধু কর আদায়কারী রুপে থাকলেও মুর্শিদকুলি খানের বাংলার দিওয়ান হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করার সাথে সাথে এই পদের গুরত্ব ও মর্যাদা অনেকাংশে বেড়ে যায়। মুর্শিদকুলি খান দেখলেন যে শায়েস্তা খানের আমলে বাংলায় শান্তিশৃঙ্খলা বিরাজমান থাকার কারণে বাংলার অর্থনৈতিক ও কৃষি ব্যবস্থা অনেক উন্নতি হয়েছিল কিন্ত সুবাদার ইব্রাহিম খানের আমলে ব্যাপক অনিয়মের কারণে প্রচুর অপব্যয় হয়েছিল (সিদ্দিকী অনূ., ১৯৬৫: ১১৫)। তাই তিনি রাজস্ব সংস্কার এবং দুর্নীতি নির্মূল করার কাজে হাত দেন (*প্রাগুক্ত*)। উর্বর ভূমি থাকা সত্তেও অনেকে বাংলার পানি, বাতাসকে দূষিত ভাবতো এবং মনে করতো বাংলা অপদেবতাদের আবাসভূমি। তাই পূর্বে অনেক রাজপুরুষ বাংলায় আসতে অপারগতা জানাত (সলিম, *পূর্বোক্ত:* ১৬২)। যার ফলে বাংলার দিওয়ানগণ মনসবদারদের বাংলায় আসার জন্য প্রলুব্ধ করতে বাংলায় অনেক জায়গীর তৈরি করেন এবং যার কারণে খালিসা জমির পরিমান কমে যাওয়ায় বাংলার রাজস্ব করও কমে যায় (প্রাগুক্ত)। কিন্তু মুর্শিদকুলি বাংলায় এসে মনসবদারদের জায়গীর অনুর্বর উড়িষ্যায় স্থানান্তর ও বায়জাপ্ত করলে রাজস্ব ব্যবস্থার উন্নতি ঘঠলেও তিনি অনেকের রোষাণলে পড়েন। পাশাপাশি আজিম-উস-শানের সরকারি অর্থ লোপাটের সুযোগ কমে যায় আর এই কারণ বশত শাহাজাদা আজিম-উস-শান কর্তৃক মুর্শিদকুলি খানেকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়। ১৭০২ সালে শাহাজাদা নগদী সৈন্যবাহিনীকে দিওয়ানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলেন এবং তাকে হত্যার চেষ্টা করেন, কিন্তু দিওয়ান আগে থেকেই সতর্ক ছিলেন এবং বিদ্রোহ দমন করতে সচেষ্ট হন (সিদ্দিকী, *পূর্বোক্ত*)। মুর্শিদকুলি খান এ ব্যাপারে সরাসরি শাহজাদার সাথে কথা বলেন এবং তাকে প্রতারক ও প্রবঞ্চক বলে সম্মোধন করেন। শাহজাদা সম্রাটের ক্রোধের আশঙ্কায় তার সাথে নম্র ব্যবহার করেন এবং এ বিষয়ে তিনি কিছু জানেননা বলে দিওয়ানকে আস্বস্ত করেন। কিন্তু মুর্শিদকুলি খান তার কথায় আস্বস্ত না হয়ে এবং নিজের প্রাণশঙ্কার কথা উল্লেখ করে সম্রাট কে চিঠি লিখে ঢাকা ত্যাগ করেন। সম্রাট এ চিঠি পেয়ে সাথে সাথে শাহজাদাকে ডেপুটি সুবাদার হিসাবে ক্ষমতা তার ছেলে ফারুখসিয়ার কে হস্তান্তর করে ঢাকা থেকে পাটনায় আসার নির্দেশ দেন। এবং স্রম্রাট ফারুখসিয়ারকে নির্দেশ দিলেন সে যেন মুর্শিদকুলি খানের পরামর্শ রাজকার্য চালান (করিম, আব্দুল ১৯৮৯:২৫)। আর শাহজাদা পাটনায় চলে আসেন এবং পাটনার নামকরণ করেন আজিমাবাদ। আর শাহজাদার বাংলা ত্যাগের সাথে সাথে তার বিশাল প্রমোদ বহর (যা কয়েক মাইল জুড়ে বিস্তৃত ছিল) ও অসংখ্য আমির, ওমরাহ, দফতর এবং আমলাদের বিদায়ে কোলাহলপূর্ণ নগরী আস্তে আস্তে জনশূন্য হয় পড়ে। ঢাকা তার মর্যাদা হারিয়ে ক্রমে ক্রমে সবার দৃষ্টির আড়াল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে মুর্শিদকুলি খান ঢাকা থেকে মখসুদাবাদ চলে আসেন। মখসুদাবাদে দিওয়ানের আগমনের একটা কারণ হিসাবে বলা যায় যে, মখসুদাবাদ ভাগিরথী নদীর তীরে অবস্থিত একটা শান্ত শহর ছিল যা তখনকার সময় আন্তর্জাতিক ব্যবসার কেন্দ্র ছিল। ইউরোপ সহ অন্যান্য দেশের কোম্পানিগুলো একে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছিল। আর বাংলায় রাজধানী স্থাপনের যে উদ্দেশ্য ছিল (বিদ্রোহ দমন) তা সম্পূর্ণ হয়েছিল। অতএব এ থেকে এটা বলা যায় যে রাজধানী ঢাকার মূল্য তখন কমে যায় আন্তর্জাতিক ব্যবসার প্রসারে মখসুদাবাদ খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পৌছায়। এ থেকে এটা বললে ভুল হবেনা যে, মুর্শিদকুলি খান অনেক চিন্তা ভাবনা করে মখসুদাবাদে স্থানান্তরিত হন (করিম, ১৯৯৯: ১৯৬)। তার কিছুদিন পর ১৭০২ এর শেষ দিকে অথবা ১৭০৩ এর প্রথম দিকে মুর্শিদকুলি খান বার্ষিক রাজস্ব সংগ্রহের হিসাব নিকাশ সহ সম্রাটের

দরবারে গমন করেন। মুর্শিদকুলি খানের রাজস্ব সংগ্রহের হিসাব নিকাশ দেখে কেন্দ্রীয় দিওয়ান খুব খুশি হন। এ সময় মুর্শিদকুলি খান রাজস্ব বাবদ প্রায় এক কোটি টাকা ও উপহার সামগ্রী নিয়ে সম্রাটের সাথে দেখা করেন। সম্রাট দীর্ঘদিন যাবৎ দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় কিছুটা আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন। তাই সম্রাট এতগুলো টাকা একসাথে পেয়ে খুব খুশি হন এবং ১৭০৩ সালে করতলব খানকে বাংলা ও উড়িষ্যার নায়েব-ই-নাজিম নিযুক্ত করার পাশাপাশি মুর্শিদকুলি খান উপাদিতে ভূষিত করেন এবং মখসুদাবাদের নাম মুর্শিদাবাদ রাখার অনুমতি দেন। আওরঙ্গজেবের শাসনকালে মুর্শিদকুলি খান বাংলায় শক্তিশালী দিওয়ান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন (অতুল, ১৯৫৭ : ২২)। আর ধীরে ধীরে মুর্শিদাবাদই হয়ে ওঠে বাংলা,বিহার ও উড়িষ্যার নবাবদের রাজধানী (সলিম, *পূর্বোক্ত :* ১৬৫)। উল্লেখ্য, ১৭০২ সালের শেষদিকে উড়িষ্যার সুবাদার আসকার খান মৃত্যু বরণ করলে তৎখনাত আজিম-উস-শানকে সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু পাক্ষিক সময়পর ১৭০৩ সালের ২১শে জানুয়ারী সেই পদ থেকে আজিম-উস-শানকে সরিয়ে মুর্শিদকুলি খানকে উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করা হয় (Sarkar, *Op.Cit*.: 400)। ১৭০৪ সালে ঢাকার মর্যাদা আরো হ্রাস পায় এবং ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহ ঢাকায় তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ বন্ধ করে দেয় (করিম, ১৯৯৪: ১২)। ১৭০৪ সালে বাংলার পূর্বাঞ্চলে শাসনভার যেকোন নায়েব-নাজিমের সহকারীর উপর নেস্ত করলে ঢাকা তার নগরীর মর্যাদা হারায়। পাশাপাশি ১৭০৪ সাল সুবা বাংলার ইতিহাসের এক তাৎপর্যপূর্ণ সাল কারণ মুর্শিদকুলি খান এই সালে বাংলার স্বায়ত্তশাসক রূপে আবির্ভুত হন (ইসলাম, ১৯৯৩: ২)। মুর্শিদাবাদে অবস্থানরত দিওয়ান মুর্শীদকুলী খানকে বিহারের দিওয়ান নিযুক্ত করেন ,তবে শর্ত ছিল প্রদেশ পরিদর্শন না করে একজন ডেপুটি এর মাধ্যমে এটি পরিচালনা করার (Sarkar, *Op.Cit* : 399)। ১৭০৪ সালে মুর্শিদকুলি খান বিহারের দিওয়ান হওয়ার সাথে সাথে তিনি ইংরেজদের পাটনায় কুঠি স্থাপনের আমন্ত্রণ জানান যা ১৭০২ সালে সম্রাটের আদেশে বন্ধ হয়েছিল (Karim, 1961: 286)। এভাবে সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে মুর্শিদকুলি খান স্বীয় প্রতীভার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে ক্রমশ বাংলার রাজনীতিতে নিজের অবস্থান সুসংহত করতে তৎপর হয়ে ওঠে।

খ. আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পরবর্তী বাংলার রাজনীতিতে মুর্শিদকুলি খান (১৭০৭-১৭২৭):

১৭০৭ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় পুত্র মুহাম্মদ আজম সিংহাসনে অধিষ্ঠি হলে উত্তরাধিকার যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। উত্তরাধিকার যুদ্ধে বাংলার সুবাদার আজিম-উস-শান ও তার পিতা মোয়াজ্জেম শাহের সম্মিলিত বিশাল বাহিনীর কাছে মুহাম্মদ আজম পরাজিত হন এবং মোয়াজ্জেম শাহ দিল্লির মসনদে অধিষ্ঠিত হন। পিতার সিংহাসনে বসার সাথে সাথে শাহজাদা আজিম-উস-শানে প্রভাব বেড়ে যায়। কারণ হিসাবে অনেক উল্লেখ করেছে উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময় আজিম-উস-শান কর্তৃক তার পিতাকে বিশাল সৈন্যবাহিনী ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করা। মোয়াজ্জেম শাহ দিল্লির মসনদে বসে বাহাদুর শাহ উপাধি ধারণ করেন এবং আজিম-উস-শান বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার স্বতন্ত্র অধিপতিতে পরিণত হন। তার প্রভাবে ১৭০৭ এবং ১৭০৮ সালের প্রথম দিকে মুর্শিদকুলি খান বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার একে একে সকল পদ থেকে অপসারিত হন। কিন্তু সম্রাট বাহাদুর শাহ মুর্শিদকুলি খানের সম্মান ও মর্যাদার কথা চিন্তা করে তাকে দাক্ষিণাত্যের দিওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। পাশাপাশি তার মানসবও কিছুটা বৃদ্ধি করেন। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিওয়ান ও গুরত্বপূর্ণ পদে সম্রাটের আত্মীয়দের নিয়োগ দেয়া হয়। দিওয়ান মুর্শীদকুলী খান বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সকল পদ থেকে অপসারিত হওয়ার পর বাংলার রাজস্ব ও রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়েছিল। যার প্রমান পাওয়ায়, ২০শে জানুয়ারী ১৭১০ সালে দিওয়ান জিয়াউল্লাহ মুর্শিদাবাদের রাস্তায় নগদী বাহিনী কর্তৃক মৃত্যুবরন করেন (Sarkar, *Op.Cit*.: 405)। জিয়াউল্লার মৃত্যুর পর বাংলার দিওয়ানি পদটি আবার শূন্য হয়ে যায়, ফলে তিন বছরের মাথায় ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৭১০ সালে মুর্শিদকুলি খানকে বাংলার দিওয়ান

হিসাবে পুনরায় নিয়োগ দেয়া হয়। মুর্শিদকুলি খান দিওয়ান হিসাবে এতটাই যোগ্য ছিলেন যে, আজিম-উস-শান তার অনিচ্ছা সত্তেও মুর্শিদকুলি খানকে দিওয়ান নিযুক্ত করেন। এই দিওয়ান হওয়ার পাশাপাশি মুর্শিদকুলি খানের মানসব ও বেড়ে যায় এবং এটা বেড়ে ৩০০০ জাত/ ২০০০ সওয়ার হয় (Sarkar, *Op.Cit*: 405-406)। কিন্তু মুর্শিদকুলি খানকে তখনও বিহার এবং উড়িষ্যার অন্য পদ থেকে দূরে রাখা হয়। ১৭১০ সালে মুর্শিদকুলি খান বাংলার দিওয়ান হিসেবে বাংলায় আগমন করেন। আগমনের আগেই তার সাথে শাহজাদার সকল বিরোধ মিটে যায়। ১৭১১ সালে মুর্শিদকুলি খানের সাথে জিয়াউদ্দিন খানের বিরোধ শুরু হয়। বিরোধের কারণ হিসাবে জানা যায় যে, জিয়াউদ্দিন হুগলীর ফৌজদার হিসাবে দায়িত্ব লাভ করার সাথে সাথে তিনি নিজেকে স্বতন্ত্র ভাবতে শুরু করেন এবং মুর্শিদকুলি খানের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত মনে করতেন। মুর্শিদকুলি খান এ খবর প্রতিবেদন সহিত সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হন। ১১ই সেপ্টেম্বর ১৭১১ সালে দিওয়ান রাজ্যসভায় আসেন এবং হুগলি বন্দরে কাস্টমসের কালেক্টরশিপ আদেশ সহ মেদিনীপুরের ফৌজদার পদটিও নিশ্চিত করেন যা থেকে তাকে দুবছর আগে অপসারণ করা হয়েছিল (Sarkar, *Op.Cit*: 406)। ১৭১২ সালে সম্রাট বাহাদুর শাহের মৃত্যুর সাথে দিল্লির রাজনৈতিক অবস্থা পূর্বের ন্যায় সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার যুদ্ধ শুরু হলে এই যুদ্ধে দিওয়ান আজিম-উস-শানের পক্ষ অবলম্বন করে এবং আজিম উস-শানের নামে খুৎবা ও মুদ্রা জারি করেন (করিম, ১৯৮৯: ১৫)। আর রাজনৈতিক এই পালাবদলে মুর্শিদকুলি খানের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিলোনা, যার কারণ ছিল যুদ্ধে আজিম-উস-শান পরাজিত হন। আজিম-উস-শান মৃত্যুবরণ করেন এবং দিল্লির সম্রাট হিসাবে সিংহাসনে জাহানদার শাহ অভিষিক্ত হন (মুন্‌শি ১৭৬৩:৩৯; মাসির-উল-উমারা:৭৫২)। মুর্শিদকুলি খান খুবই চৌকস এবং চাতুর্যপূর্ণ ব্যাক্তি ছিলেন তাই তিনি অতি দ্রুত জাহানদার শাহের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং বিশাল পরিমান নজরানা দিল্লি পাঠিয়ে দেন।এসময় খান জাহান বাংলার সুবাদারিত্বে ছিলেন। মুর্শিদকুলি খান যখন নিজের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার চিন্তায় বিভোর তখন আজিম-উস-শানের পুত্র নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করে জাহানদার শাহের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করেন (করিম, ১৯৮৯: ৩৮)। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য ফারুখসিয়ারের অর্থবল ও লোকবল দুটাই প্রয়োজন ছিল, তাই তিনি তার পিত আজিম-উস-শানের কাছে লোক এবং যার আজি-উস-শানের সময় ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছিল তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু বিহার এবং এলাহাবাদের ডেপুটি সুবাদার ছাড়া সবাই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন (*প্রাগুক্ত:৩৮*)। আর এইসময় ফারুখসিয়ার বাংলার রাজস্ব দাবি করেন এবং মুর্শিদকুলি খান তা দিতে অপারগতা জানান। এতে করে মুর্শিদকুলি খান ও ফারুখসিয়ারের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেধে যায়। দ্বন্দ্ব এতটাই প্রকট হয় যে ফারুখসিয়ার বাংলায় মুর্শিদকুলি খানের পরিবর্তে রশীদ খান কে নিযুক্ত করেন। রশীদ খান বাংলার অভিমুখে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওয়ানা করেন। ওই দিকে মুর্শিদকুলি খান ও প্রস্তুতি নিয়ে তাকে বাধা দিতে সমর্থ হন। এই উত্তরাধিকারী যুদ্ধে মুর্শিদকুলি খানের নীতি ছিল দিল্লির সিংহাসনে তৈমুরিও বংশের যে শাহজাদাই নিযুক্ত থাকুক না কেন তিনি তার প্রতি অনুগত থাকবেন (*প্রাগুক্ত:৩৯*)। ১৭১৩ সালে ফারুখসিয়ার জাহানদার শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয় লাভ করে সম্রাট নিযুক্ত হন। যুদ্ধ শেষে ফারুখসিয়ার তার অনুগতদের বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করেন।সম্রাট মুর্শিদকুলি খানকে দরবারে ডেকে ধমকানোর পরিবর্তে তাকে ১৭১৪ সালে নাসির জং উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তাকে আগের সকল পদে বহাল রাখেন। এবং সম্রাট ফারুখসিয়ার মুর্শিদকুলি খানের মানসব ৭০০০ এ বৃদ্ধি করেন (Malik, 1967: 268)। এসময় সম্রাট ফারুখসিয়ার তার শিশু পুত্র ফরকুন্দাশিয়ারকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন এবং তার নায়েব বা ডেপুটি সুবাদার ছিলেন দ্বিতীয় মীর জুমলা। আর দিওয়ান ছিলেন মুর্শিদকুলি খান। কিছু দিন পর সম্রাটপুত্র মারা যাওয়ার পর মীর জুমলা বাংলার সুবাদার হন। কিন্তু তিনি বেশির ভাগ সময়ই বাংলায় অনুপস্থিত ছিলেন। আর ১৭১৫সালের দিকে দিল্লির রাজনৈতিক অবস্থা এক ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। এ সময় রহিম ভ্রাতৃদ্বয় মীর জুমলাকে

বড় শুত্রু বিবেচনা করে সম্রাটের কাছে তাকে অপসারণের দাবি জানালে সম্রাট তাকে বিহারের সুবাদার নিযুক্ত করে পাটনায় পাঠান (করিম, ১৯৮৯: ৪৬)। কিন্তু মীর জুমলা প্রায়ই লুকিয়ে লুকিয়ে দিল্লি চলে আসতেন (*প্রাগুক্ত*)। এমনকি এসময় তিনি বাংলা থেকে প্রেরিত রাজস্ব হস্তগত করেন এবং প্রায় তিরিশ লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি তার সৈন্যবাহিনীর বেতন পরিশোধ করেন। আর এ খবর সম্রাটের নিকট পৌঁছালে সম্রাট ক্রোধান্বিত হয়ে মীর জুমলাকে বাংলার সুবাদার থেকে বহিস্কার করেন এবং মুর্শিদকুলি খানকে ১৭১৭ সালে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন (Sarkar, 1948: 399)। এভাবে মুর্শিদকুলি খান বাংলা ও উড়িষ্যার ক্ষমতার সর্বেসর্বা হন। আর হতে পারে তখন থেকেই ঢাকায় নায়েব-নাযিম যুগ শুরু হয় (Karim 1963: 67-71)। ১৭১৭ সালে মুর্শিদকুলি খান সুবাদার নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সরকারিবাভে ঢাকা নিজামত ছিল কিন্তু ১৭১৭ সালে মুর্শিদাবাদকে রাজধানী করা হয় যার কারণে ঢাকা তার গৌরব হারায় (জাফর, অনূ., ২০০৫: ৩৮)। মুর্শিদকুলি খান তার সুবাদার আসনে অভিষিক্ত হওয়ার সাথে সাথে তিনি সম্রাটের দরবারে বিপুল পরিমান উপহার সহ রাজস্ব পাঠান, সম্রাট ও তাকে খুশি হয়ে মুতামিন-উল-মূলক আলা উদ-দৌলাহ্ জাফর খান বাহাদুর নাসিরী নাসির জং উপাধি প্রদান করেন। ১৭১৯ সালে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ফারুখসিয়ারের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে গলাটিপে হত্যা করে এবং তার স্থলে রমি-উদ-দরজাৎ কে সিংহাসনে বসান। অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন এ সময় সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় মুর্শিদকুলি খানকেও শত্রু ভাবতেন যার ফলে তাকে পদোন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়ে দরবারে ডাকেন, কিন্তু মুর্শিদকুলি খান তা বুঝতে পেরে বার বার বিভিন্ন অজুহাতে বাংলায় থেকে যেতেন। কিছু কাল পর রমি-উদ-দরজাৎ এর স্থলাভিষিক্ত হন তার ভাই রাফি-উদ-দৌলা এবং ১৭১৯ তার দুই ভাই মারা যাওয়ার পর রওশন আখতার নতুন সম্রাট হিসাবে সিংহাসনে বসেন। নতুন সম্রাট সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে মুর্শিদকুলি খান তাকে মূল্যবান উপহার, উপঢৌকন এবং বিপুল রাজস্ব প্রেরণ ও আনুগত্য পোষণ করে জি ক্ষমতা সুসংহত রাখেন। ১৭২০ সালে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে উৎখাতের শেষ চেষ্টার ফলে রাজধানীতে আবার বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা শুরু হলেও কিন্তু মুর্শিদকুলি খান এর মধ্যেও তার প্রদেশগুলোতে শান্তি বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন (করিম, ১৯৮৯: ৪৮)। ১৭২৫ সালের নভেম্বরে এবং ১৭২৬ সালে মুর্শিদকুলি খানের সুবাদারির সময় বাংলা মগ জলদস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হলে তা প্রতিহত করা হয় এবং মুর্শিদকুলি খানের জীবিত অবস্থায় আর মগ জলদস্যুরা বাংলায় আক্রমণ করেনি (*প্রাগুক্ত*: ৫৩)। মুর্শিদকুলি প্রায় ২৭ বছর ধরে অত্যন্ত নিখুঁত এবং সুশৃঙ্খল ভাবে বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার রাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করেন এবং এক সময় বাংলার এবং বিহারের সর্বোচ্চ পদে উপনীত হন। মুর্শিদকুলি খান অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সুবাহ বাংলায় একটি আঞ্চলিক আংশিক-স্বায়ত্তশাসনের সূচনা করেন, যা পরবর্তীতে তার উত্তরসূরিদের অধীনে আরও সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে (Akhtar, 1982: 53)। মুর্শিদকুলি তার প্রবর্তিত রাজস্ব তথা মালজামিনী প্রথা সেই সাথে তার কর্মদক্ষতা, ক্ষমতা, জ্ঞান এবং পরিপক্কতা তাকে বাংলার নবাবী আমলের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ইতিহাসে স্থান করে দেয়। মুর্শিদকুলি খানর ১৭২২ সালে ঐতিহাসিক জমা কামেল তুমারী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেন এবং তার এই জমিদারি বন্দোবস্তই পরবর্তীতে দশসালা তথা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিত্তি-স্বরূপ (ঘোষ, ১৯৪৮: ৪৪)। মুর্শিদকুলি খানের কোনো উত্তরাধিকার বা কোনো ছেলে ছিলোনা তাই ১৭২৭ সালের ৩০শে জুন তার মৃত্যর সাথে সাথে বাংলা এক পরাক্রমশালী দিওয়ান ও সুবাদারের ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটে।

পরিশেষে বলা যায় যে, মুঘল বাংলার রাজনীতিতে মুর্শিদকুলি খান এক অনবদ্য ব্যক্তিত্ব। ১৬৯৬ সাল থেকে ১৭২৭ সাল পর্যন্ত সময়কাল ছিল কর্মজীবন ও মুঘল বাংলার রাজনীতিতে মুর্শিদকুলি খানের কর্মচাঞ্চল্যের এক বর্ণিল অধ্যায়। দাক্ষিণাত্যের দিওয়ানের অধীনস্থ কর্মচারী থেকে বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার দিওয়ান ও সুবাদার হিসাবে মুঘল বাংলার রাজনীতিতে তিনি এক আকর্ষণীয় চরিত্রও বটে। তার পেশাগত উত্তরণ, কর্মজীবন এবং রাজস্ব নীতি বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ

করেছে। সম্রাট গুণগ্রাহী হিসাবে তিনি খুব অল্প সময়ে সাম্রাজ্যের অধীনস্থ দিওয়ান হিসাবে নিযুক্ত হন। তিনি দিওয়ানি কাজে খুবই দক্ষ ছিলেন পাশপাশি সুবাদার হিসাবেও বাংলার উন্নতিতে অবদান রাখেন। তিনিই টোডরমলীয় বন্দোবস্ত ব্যবস্থা পরিবর্তন করেন এবং বাংলার ভূমির উর্বরতা এবং ভূমিরূপের উপর ভিত্তি করে কৃষি রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তার কাজের প্রতি আত্মোৎসর্গতা ও ন্যায়পরায়ণতা তাকে বাংলার নবাবী আমলের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে আবির্ভূত করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে তিনিই ছিলেন বাংলা প্রদেশের সর্বেসর্বা। চারিত্রিক এবং কর্তব্যমাধুর্য্যতা তাকে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ পদে উন্নীত করেছে। তিনি সবসময় তৈমুরীয় বংশের প্রতি অনুগত ছিলেন, যদিও তার কর্মজীবনে তিনি আজিম-উস-শান এবং ফারুখসিয়ারেরর সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে ছিলেন, কিন্তু পবর্তীতে আবার তার নিস্পত্তিও হয়ে যায়। তিনি তার কর্মজীবনে মুঘল সাম্রাজ্যের অবনতি প্রত্যক্ষ কওে বুঝতে পেরেছিলে যে কেন্দ্রীয় সরকার যে কোনো সময় ভেঙ্গে পড়তে পারে। আর এ অবস্থায় তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থেকে প্রদেশগুলোর সমস্ত ক্ষমতা নিজের হস্তগত করেন যার মাধ্যমে তিনি শাসন ক্ষেত্রকে কেন্দ্রীয় বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন। তিনি রাজস্ব ও প্রাশাসনিক কাজের পাশাপাশি বিচার বিভাগেও দক্ষ ছিলেন। তিনি জমিদারদের ওপর চাপ প্রয়োগ করলেও তার রাজস্ব ব্যবস্থা কৃষক বান্ধব ছিল। পরিশেষে এটা বলা যায় যে, তিনি তার কর্মজীবনে অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, সুশৃঙ্খল এবং কর্তব্যপরায়ণ সফল দিওয়ান এবং সুবাদার ছিলেন এবং ১৭২৭ সালে তার মৃত্যু পর্যন্ত স্বাধীন ভাবে বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার শাসন পরিচালনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।এসবই তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক যা তাকে মুঘল বাংলার রাজনীতিতে অনন্য করে রেখেছে।

তথ্যসূত্র:

Primary Sources:

সমসাময়িক ও প্রায় সমসাময়িক গ্রন্থ :

Jang, Nawab Nusrat (1817), *Tarikh-i-Nusratjangi: Risala Darbayan-i-Ahwal-i-Jahangir Nagar, Dhaka*, Sobhan, Abdus (2005) (Translated), Asiatic Society of Bangladesh Dhaka.

Khan, Saqi Mustaid (1710), *Maasir-i-Aalamgiri*: *A Short History of the Emperor Aurangzib-Alamgir (Reign 1658-1707 A. D.)*, Sarkar, Jadu Nath (1947), (translated and annotated) Royal Asiatic Society of Bengal, Calcutta.

Khan, Gholam Hussein (1781), *Siyar-ul-Mutakherin: a history of the Mahomedan power in India during the last century Vol.01*, Briggs, John (1832) (collated with the Persian original).

Taylor, James surgeon (1840), *A sketch of the topography & statistics of Dacca*, আসাদুজ্জামান, মোহাম্মদ (২০০১) (অনূদিত), *কোম্পানি আমলে ঢাকা*, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা।

আহকাম-ই-আলমগিরি, Sarkar, Jadu Nath (1917), (translated and annotated) Anecdotes of Aurangzib M.C. Sarkar & Sons

খান, শাহনওয়াজ এবং হাই, আবদুল (১৭৮০) *মাসির-উল-উমারা (৩য় খন্ড)*, আলী, মির্জা আশরাফ (১৮৯৬) (সম্পাদিত) কলকাতা।

তায়েশ, মুনশী রহমান আলী (১৯১০), *তাওরিখে ঢাকা*, শরফুদ্দীন ,আ. ম. ম (১৯৮৫) (অনূদিত), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশনা, , ঢাকা।

সলিম, গোলাম হোসেন (১৭৮৮), *রিয়াজ-উস-সালাতিন* (ফার্সি পাঠ), গুপ্ত, শ্রীরামপ্রাণ (২০০৭) (সম্পাদিত), দিব্য প্রকাশনা, ,ঢাকা।

সলিমউল্লাহ, মুন্শি (১৭৬৩) *তারিখ-ই-বংগালা*, পৃ. ৩৯

Secondary Sources:

Akhtar, Shirin. (1982). *The Role of Zamindars 1707-1772,* Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka

Banu, U.A.B. Razia Akter (1992), *Islam In Bangladesh,* E. J. Brill. Publisher. ISBN 978-90-04-09497-0.

Birt, Francis B.B. (1884), *The Romance of Eastern Capital*, Delhi, India.

Karim, Abdul (1961), *Murshid Quli Khan's Relations with the English East India Company from 1700 – 1707*, Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol. 4, No. 3.

Karim, Abdul (1963), *The Chronology of the Early Nai'b Nazim of Dhaka*, Journal of Asiatic Society of Pakistan, Vol.8.

Malik, Zahiruddin (1967), *Financial Problems of the Mughal Government during Farrukh Siyar's Reign*, The Indian Economic & Social History Review, vol. 4, No.3. https://doi.org/10.1177/001946466700400304

Sarkar, Jadu Nath (1930), *A short history of Aurongojeb, চৌধুরী, খসরু (অনূদিত) এ শর্ট হিস্টরি অব আওরঙ্গজেব, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা।*

Sarkar, Jadu Nath (1948), *The History of Bengal (vol. II) Muslim period 1200 A.D-1757 A.D*, The University of Dacca, Dacca.

ইসলাম, সিরাজুল (১৯৯৩), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৯১, ১ম খন্ড রাজনৈতিক ইতিহাস*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ কলকাতা ৭০০০৭৩।

করিম, আব্দুল (১৯৮৯), *মুর্শিদকুলি খান ও তার যুগ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

করিম, আব্দুল (১৯৯৯), *বাংলার ইতিহাস- মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত (১২০০-১৮৫৭)*, জে বড়াল প্রকাশনা, ঢাকা।

ঘোষ, বিনয় (১৯৪৮), *বাংলার নবজাগৃতি*, শ্রী এন. ভেঙ্কু আয়ার, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলিকাতা ৭০০০৭২।

দানি, আহমদ হাসান (২০০৫), *ঢাকা : এ রেকর্ড অফ ইটস চেঞ্জিং ফর্চুনেস*, জাফর, আবু (অনূদিত) *কালের সাক্ষী ঢাকা*, খোশরোজ প্রকাশনা, ঢাকা।

বার্ট, এফ. বি. ব্রাডলী, *দি রোমান্স অফ ইস্টার্ন ক্যাপিটাল* (১৯৬৫), সিদ্দিকী, রাহীম উদ্দীন (অনূদিত) *প্রাচ্যের রহস্য নগরী*, সাহিত্য প্রকাশনা, ঢাকা।

মোহর আলী, মুহাম্মদ (২০১৭), *মুঘল আমলে বাংলায় মুসলিম শাসনের ইতিহাস (ষোল' শ চৌদ্দ থেকে সতেরো' শ সাতান্ন)*, মান্নান, মুহাম্মদ সিরাজ অনূদিত মেধা বিকাশ প্রকাশনা, ঢাকা।

সুর, অতুল (১৯৫৭), *আঠারো শতকের বাংলা ও বাঙালী*, সাহিত্যলোক প্রকাশনা, কলকাতা-৬।

[Abstract: The emergence and career of Murshid Quli Khan is an important and significant chapter in the politics of Mughal Bengal. Murshid Quli Khan was born in a Brahman family, but due to his skill and wisdom, in the first half of the eighteenth century, he started a new chapter in the political history of Bengal- the Nawabi period. He started working under the Diwan of Berar in 1696 and due to his expertise he came close to Emperor Aurangzeb. In a career of only twenty-seven years under the empire, he served in various titles one after the other and served successfully as Diwan, Faujdar, Deputy Subadar, Subadar etc. In history he is referred to as Muhammad Hadi, Karatlab Khan, Murshid Quli Khan, Zafar Khan, and Nasiri Nasir Jung. In 1700 he was appointed as a Diwan in Bengal and in 1717 he became the highest post of Subadar in Bengal. After his arrival in Bengal, he became unpopular with the

administrative and revenue officials of Bengal due to his austerity and fiscal policies. But in the midst of power, struggles and political instability during the decline of the Mughal Empire, Subadar Murshid Quli Khan kept his provinces free from central control, and set a precedent for his influence and diwani power over the provinces through regular revenue collection. This later helped him to establish the Nawabi period in Bengal.]